সংবাদ

তারিখ ... 5 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

তিন বছরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে গেছে সাড়ে ৬ লাখ ছাত্রছাত্রী

● অকৃতকার্যদের জন্য নেই বিশেষ ব্যবস্থা

রাকিব উদ্দিন

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি নিয়েই শিক্ষা প্রশাসন ও অভিভাবকরা ব্যস্ত। যারা অকৃতকার্য হয়েছে, কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল তাদের নিয়ে সরকারের কোনো তৎপরতা নেই। পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিতির হার প্রতিবারই বাড়ছে। গত তিন বছরে এইচএসসি ও সমমানের স্তর থেকে ঝরে গেছে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে গত দুই বছরে প্রতিবার দুই লাখের কম শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও এবার প্রায় পৌনে তিন লাখ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। তবে যারা পরীক্ষার ফরম পূরণ করেও কেন্দ্রে আসেনি, তাদের হিসাবের আওতায় আনলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা, গ্রাম-গঞ্জের যোগাযোগ সমস্যা, পারিবারিক সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি লেখাপড়া ক্রমশ বাণিজ্যিক হতে পারার কারণেই প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক ৬ লাখ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

৬ লাখ : ছাত্রছাত্রী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

স্তর থেকে ছিটকে পড়ছে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে সরকারের আলাদা কোন উদ্যোগও নেই। নেই কোন প্রকল্প। এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী সংবাদকে বলেন, 'এবার যেসব শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে ফেল (অকৃতকার্য) করেছে, তাদের দেড় বা দুই মাস সময় দিয়ে জেলাভিত্তিক কেন্দ্র করে এক পরীক্ষার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এতে অনেকেরই একটি বছর বেঁচে যাবে।' তিনি বলেন, 'আর যেসব শিক্ষার্থী ফেল করেছে, এর কারণ চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম মিঞা সংবাদকে বলেন, 'এবার যেসব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে, তারা আগামীতে পরীক্ষা দিতে পারবে। তবে তাদের সবাইকে আগামীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে আনার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত বোর্ডকে জানানো হয়নি বলেও তিনি জানান।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দশটি শিক্ষা বোর্ড থেকে ফরম পূরণ করেছিল ১০ লাখ ১২ হাজার ৫৮১ জন ছাত্রছাত্রী। এরমধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ১০ লাখ দুই হাজার ৪৯৬ জন। অর্থাৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগেই ঝরে পড়ে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী। আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সাত লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। অকৃতকার্য হয়েছে দুই লাখ ৫৭ হাজার ৬০৫ জন শিক্ষার্থী। একইভাবে ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করেছিল ৯ লাখ ২৬ হাজার ৮১৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৯ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৩ জন। অর্থাৎ পরীক্ষার কেন্দ্রেই আসেনি ৯ হাজার ১৪২ জন ছাত্রছাত্রী। ওই পরীক্ষায় পাস করেছিল সাত লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন। আর অকৃতকার্য হয়েছিল এক লাখ ৯৫ হাজার ৬৯৬ জন ছাত্রছাত্রী।